দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 11 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বই পড়ার প্রতিযোগিতা ২৪ হাজার স্কুল ছাত্রীর অংশগ্রহণ চার হাজার আট শ' পুরস্কৃত

আলোক শিখা জ্বালাচ্ছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও ইমদাদুল হক মিলন —জনকণ্ঠ

আশীষ-উর-রহমান শুভ ॥ মিরপুর পাবলিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র নাঈম রেজা সাইদ পেয়েছে 'অভিনন্দন পুরস্কার'। গ্রীম ভাইদের রূপকথা, চার মূর্তি, গালিভারের ভ্রমণকাহিনী–এ রকম বই পড়েছে সে ১৩টি। আর তার বন্ধু ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মনিরুল ইসলাম পেয়েছে 'স্বাগত' পুরস্কার। কারণ সাইদের মতো অতগুলো বই সে পড়েনি; সে পড়েছে সাতখানা। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে ১৬ খানা বই পড়ে 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার'সহ লটারীতে এক হাজার টাকার বইয়ের বিশেষ পুরস্কারটি পেয়ে গেছে নবাবপুর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ ইমরান হোসেন। দেশের গুণীজনেরা তার হাতে তুলে দিয়েছেন সেই পুরস্কার। স্বাভাবিকভাবেই তার আনন্দ অপার। কিন্তু তাই বলে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়নি অন্যরাও। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়ার প্রতিযোগিতায় ঢাকার ২৪ হাজার স্কুল ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়ে চার হাজার ৮শ' জন পেয়েছে পুরস্কার। এই পুরস্কার বিতরণী শুক্রবার সকালে শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে। প্রথমদিন দুই অধিবেশনে দুই হাজার চার শ' জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পরের দু'দিন এক হাজার দুই শ' করে অপর ২ হাজার চার শ' বিজয়ীকে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চারুকলায় নারী চিত্রশিল্পীদের প্রদর্শনী —জনকণ্ঠ

পুরস্কার দেয়া হয়।

পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে বিকাল থেকে লাইব্রেরী প্রাঙ্গণ এ তিনদিন সহস্রাধিক শিশু-কিশোর, তাদের সংস্কৃতিকর্মীদের সমাবেশে এক আনন্দঘন সুশৃঙ্খল সুরুচিপূর্ণ উৎসব কেন্দ্রে পরিণত হয়। রবিবার সমাপনী দিনে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে (১২-এর পাতার পর)

করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, জনপ্রিয় কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন, বিশ্বনন্দিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ এবং কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। শুক্রবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গবর্নর লুৎফর রহমান সরকার। এই তিনদিনে ছাত্রছাত্রীরা আরও যেসব দেশের গুণীজনের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাহাবুব জামিল, নির্মলেন্দু গুণ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, খায়রুল আলম সবুজ, আলী ইমাম ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার জন্য কেন্দ্রের তরফ থেকে ১৬টি বই দেয়া হয়। এর মধ্যে যারা সাতটি বই পড়ে তাদের দেয়া হয় স্বাগত পুরস্কার। দশটি বই পড়ার জন্য শুভেচ্ছা, ১৩টি বই পড়ার জন্য অভিনন্দন এবং ১৬টি বই পড়ার জন্য দেয়া হয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কার। কোন স্কুলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত পড় যার সংখ্যা ১৫ জন বা তার বেশি হলে লটারী করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে দেয়া হয় এক হাজার টাকার বইয়ের বিশেষ পুরস্কার। বইগুলো পড়ার পর মূল্যায়ন পর্বে ছোট একটি পরীক্ষা নেয়া হয় কে ক'টি বই পড়েছে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তার ভিত্তিতেই দেয়া হয় এই পুরস্কার।

কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রজ্বলিত প্রদীপ শিখাখচিত কেন্দ্রের লোগো আঁকা একটি বিশেষ বোর্ডের সঙ্গে লাগানো মোমবাতিতে আলো জ্বালিয়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বলেন, চারপাশে অন্ধকার জমে আছে কিন্তু অন্ধকারকে আমরা জয়ী হতে দেব না। এখন থেকে আমরা সকলে প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকব। এভাবেই একদিন সারা জাতি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

এর আগে আলোচনা পর্বে ড. আতিউর রহমান পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক ও স্কুল শিক্ষকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আলোক প্রত্যাশী মানুষের এই সংঘবদ্ধতাই আমাদের আশার উৎস। কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন নবীন প্রজন্মের পাঠকদের এই বিপুল সমাবেশ দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সামনে যে সুদিন আসছে এই উপস্থিতিই তার প্রমাণ। জুয়েল আইচ শিশু-কিশোরদের বলেন, আগামী দিনে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এভাবে এগিয়ে এলে সুখী দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়ার এই প্রতিযোগিতা চলছে দেশে পর্যাপ্তসংখ্যায় আলোকিত, কার্যকর উচ্চমূল্যবোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গত ১৮ বছর থেকে। কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জানালেন, মাত্র সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছিল। এখন ঢাকার এক শ' স্কুলের ২৪ হাজার এবং সারা দেশে কেন্দ্রের পাঁচ শ' শাখার পরিচালনায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে। এতদিন সাধারণত প্রতিযোগিতার শেষে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কেন্দ্রে স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠান করে পুরস্কার দেয়া হতো। তবে এবার ঢাকার সব স্কুলের বিজয়ীদের এক সঙ্গে পুরস্কার দেয়া হলো। এতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ-বন্ধুত্বও হলো। ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতা ও বাড়ল। এখন থেকে নিয়মিতভাবে এমন অনুষ্ঠান করে পুরস্কার দেয়ার পরিকল্পনা করেছি আমরা। পাশাপাশি সারা দেশে কেন্দ্রের সংখ্যাও পাঁচ শ' থেকে সাড়ে সাত শ'তে বাড়ানোর চেষ্টা করছি। কারণ আমরা চাই যে যেখানেই থাকুক, উৎকর্ষমণ্ডিত মানুষ হয়ে উঠুক। তা হতে পারলে দেশেরই লাভ। কারণ একজন আলোকিত মানুষ অবশ্যই দেশ, সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করতে তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তেমন আলোকিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাক।

নারী শিল্পীদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী

চারুকলা ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারিতে বিশ্বনারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নারী শিল্পীদের তিন দিনব্যাপী শিল্পকর্ম প্রদর্শনী গতকাল শেষ হয়েছে। দেশের মোট ৫১ নারী শিল্পীর তেলরং, জলরং, মিশ্র মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমের ছবি, কাঠখোদাই ও ভাস্কর্য এই প্রদর্শনীতে স্থান পায়।